উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ রবিবার ৬.০০ টাকা 9 June 2024 Sunday 20 Pages Rs. 6.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in

রংদার টক্কর

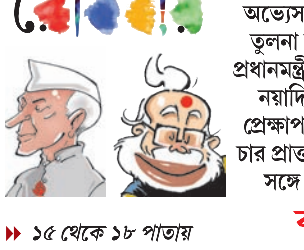

বাঙালির চিরকালের অভ্যেস দুজনের সঙ্গে তুলনা করা। আজই প্রধানমন্ত্রী শপথ নিচ্ছেন নয়াদিল্লিতে। সেই প্রেক্ষাপটে তুলনা হল চার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বর্তমানের।

বনাম

১৫ থেকে ১৮ পাতায়

দাদ হাজা চুলকানি
মাত্র তিনবার ব্যবহারেই আরাম পান
মনমোহন জাদু মলম
Manmohan Jadu Malam
Ph : 9830303398
Since 90 Years

মোদির স্মৃতিশক্তি মনে রাখার মতো

আজ আবার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিচ্ছেন নরেন্দ্র মোদি। দেশের প্রধানমন্ত্রীর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে ১৯৮৯ সাল থেকে থাকছেন নিউ ইয়র্কের বিশিষ্ট চিত্র সাংবাদিক। কলম ধরলেন ৮ প্রধানমন্ত্রীর শপথগ্রহণ দেখার সাক্ষী জয় মণ্ডল

২০১৪ এবং ২০১৯। মোদিকে শপথবাক্য পাঠ করাচ্ছেন প্রণব মুখোপাধ্যায় এবং রামনাথ কোবিন্দ। -জয় মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৮ জুন : রবিবার তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন নরেন্দ্র মোদি। সেখানে থাকব বলে শনিবার দুপুরে নয়াদিল্লি পৌঁছে যাওয়ার আগে মনে পড়ছে অনেক কথা। এবার নিয়ে ৮ জন প্রধানমন্ত্রীর শপথগ্রহণের সাক্ষী থাকব। দুজনের দু'বার করে দেখেছি। এই প্রথম তৃতীয়বার শপথ নিতে দেখব একজনকে। জওহরলাল নেহরুকে তো আমি দেখিনি।

১৯৮৯ সাল, ডিসেম্বর ২ তারিখ। সেদিন ভিপি সিংয়ের শপথবাক্য পাঠ অনুষ্ঠানে থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল। তার পর বিদেশে থাকলেও মনে হয়েছে, ভারতের প্রধানমন্ত্রীর শপথগ্রহণ দেখতেই হবে!

আসলে নেশা এবং পেশা একাকার হয়ে গেলে মানুষ যেমন জীবনে আর পিছনে ফিরে তাকায় না, আমিও খানিকটা সেই মতোই খুঁজে নিয়েছিলাম যাত্রাপথ। বাইসাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম গোটা বিশ্ব ক্যামেরাবন্দি করার নেশায়।

আমার দীর্ঘ চার দশকের চিত্র সাংবাদিকতা জীবনে এমন অনেক মুহূর্ত রয়েছে যা ক্যামেরাবন্দি করে আমি পরম তৃপ্তি পেয়েছি। তবে সেই ১৯৮৯ থেকে আজ পর্যন্ত প্রত্যেকবার শপথবাক্য পাঠ অনুষ্ঠানে গিয়ে আমি কারও সঙ্গে তেমন কথা বলিনি। নিঃশব্দে ছবি তুলেছি, বেরিয়ে এসেছি। আগে অশোক হলে শপথবাক্য পাঠ অনুষ্ঠান হত। হলটা তুলনামূলক ছোট। ২০০৯ সাল থেকে রাষ্ট্রপতি ভবনের খোলা মাঠে এই অনুষ্ঠান হচ্ছে। এখানে অনেকটা বেশি জায়গা।

এখন ভাবতে বসি, ১৯৮৯ সালের সঙ্গে ২০২৪ সালের পরিবেশের ফারাকটা ঠিক কী। বাইরেটা পালটে গেলেও শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের জায়গাটি অপরিবর্তিত। বাঁদিকে নবনিযুক্ত মন্ত্রীরা বসেন। একে একে শপথ নিতে যান। চিত্র সাংবাদিকরা মাঝামাঝি একটা জায়গায়। এখন লক্ষ করি একটা ব্যাকড্রপ বানানো হয়েছে, যেখানে সকলে গিয়ে ছবি তোলেন।

এমনিতে অদ্ভুতভাবে ভিপি সিং থেকে ইন্দ্রকুমার গুজরাল, নরসীমা রাও থেকে অটলবিহারী বাজপেয়ী, মনমোহন সিং থেকে নরেন্দ্র মোদি, প্রায় সকলের সঙ্গেই বেশ কয়েকবার কথা হয়েছে বিদেশে। নিউ ইয়র্কের বাইরেও। তাঁরা আমাকে বিভিন্ন জায়গায় দেখে চিনতে পেরেছেন!

জানতে চাইতে পারেন, প্রধানমন্ত্রীদের মধ্যে আমার সবচেয়ে বেশিবার দেখা হয়েছে কার সঙ্গে? উত্তর হবে, নরেন্দ্র মোদি। আমায় সবচেয়ে অবাক করেছে তাঁর প্রখর স্মৃতিশক্তি।

এই প্রসঙ্গে একটা মজার ঘটনা বলি। ২০০০ সালে আমেরিকায় মোদির সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

শুভেচ্ছাও নয় মমতার

'১৫ দিন টিকবে না এই সরকার'

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৮ জুন : এনডিএ সরকারের শপথগ্রহণের আগের দিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিলেন, এই সরকার ১৫ দিনও টিকবে কি না সন্দেহ। লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পরের দিন 'ইন্ডিয়া' জোটের দেওয়া ইঙ্গিতে যেন সিলমোহর দিলেন তিনি।

বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শনিবার বললেন, 'এই নড়বড়ে সরকার থাকার কোনও মানে নেই। বিজেপির সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই। এ রকম হলে আমি দায়িত্বই নিতাম না। আমি ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা নই। তবে এই সরকার বোধহয় ১৫ দিনও থাকবে না।' একধাপ এগিয়ে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে দেন, নতুন সরকারকে শুভেচ্ছাও জানাবেন না তাঁরা। 'আমি দুঃখিত, কিন্তু এই অসাংবিধানিক, নীতিহীন দলকে সরকার গড়ার জন্য শুভেচ্ছা জানাতে পারছি না। তবে শুভেচ্ছা জানাব শুধু দেশকে।'

নিজের বক্তব্যের পিছনে যুক্তি হিসাবে তাঁর মন্তব্য, 'এনডিএ আর 'ইন্ডিয়া'র মধ্যে তফাত কি জানেন? এনডিএ-তে সবার চাহিদা বেশি। আর 'ইন্ডিয়া'য় আমরা কিছু চাই না। শুধু সকলের ভালো চাই।'

মমতার কথায়, 'সংখ্যালঘু সরকার বাঁচাতে বিজেপি অন্য দল ভাঙানোর চেষ্টায় নেমেছে। কিন্তু 'ইন্ডিয়া' জোটের কোনও দলের সাংসদদের বিজেপি ভাঙাতে পারবে না। দেখা যাবে, বিজেপি দলটাই ভেঙে গিয়েছে। আমরা বিজেপিকে ভাঙতে যাব না। নিজেই ভেঙে যাবে।'

কালীঘাটের দলীয় কার্যালয়ে শনিবার একটি বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচিত ২৯ জন সাংসদ ছাড়াও পরাজিত প্রার্থী, রাজ্যসভা সাংসদ এবং রাজ্য ও জেলা স্তরের শীর্ষ নেতাদের ডাকা হয়েছিল। সেখানেই মমতা ঘোষণা করেন, 'শেষপর্যন্ত ইন্ডিয়া'ই সরকার গঠন করবে।' তবে কোন অঙ্কে তা তিনি বলেননি।

অনন্ত প্রতীক্ষার পক্ষপাতী যে তৃণমূল নয়, তা বুঝিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'মানুষের রায় বিজেপি উপেক্ষা করছে। দেশের মানুষ মোদিকে চায় না বলে জানিয়ে দিয়েছে।' বিরোধী আসনে থাকলেও 'ইন্ডিয়া' জোটের রোডম্যাপও নবনির্বাচিত সাংসদদের সামনে স্পষ্ট করে দেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর নির্দেশ, সংসদের প্রথম অধিবেশনেই এনআরসি এবং নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিলের দাবিতে সরব হতে হবে। সংসদের ভিতরে ও বাইরে এ আন্দোলন চলবে।

ফসলের ন্যূনতম সহায়কমূল্য বৃদ্ধির দাবিতে সংসদে সরব হতে নির্দেশ দিয়েছেন মমতা। পাশাপাশি ৪ সদস্যের এক প্রতিনিধিদল গঠন করে দিয়েছেন হরিয়ানায় গিয়ে কৃষক আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য। তবে ৫ জুন নয়াদিল্লিতে জোটের বৈঠকের পর বেশ কয়েকটি শরিক দলের সঙ্গে কথা বলতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৎপরতায় 'ইন্ডিয়া'র মধ্যে আঞ্চলিক দলগুলির ঐক্যবদ্ধ হওয়ার যে জল্পনা উসকে উঠেছিল, তাতে যেন শনিবার মমতা কিছুটা জলই ঢাললেন।

RAMKRISHNA IVF CENTRE
Delivering A Miracle
আপনার শুন্য ঘরে সন্তান আসুক আলো করে
IVF TEST TUBE BABY
IUI • ICSI
isar আইএসএআর মান্যতা প্রাপ্ত IVF সেন্টার
আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি | M: 9800711112

৪ তারকার সঙ্গে। ইউসুফ পাঠান, শত্রুঘ্ন সিনহা, কীর্তি আজাদ ও প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী।

জয়ন্তী নদীর ধারে গড়ে ওঠা অনেক লজ, হোমস্টে বন্ধ হবে নয়া পদক্ষেপের জেরে।

সরছে জয়ন্তী, বদল বক্সার পর্যটনে

ভাস্কর শর্মা

উত্তরবঙ্গ সংবাদ এক্সক্লুসিভ

জয়ন্তী, ৮ জুন : বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা হয় ঠিকই, কিন্তু তা বলে সেখানে তো আর পর্যটকদের আবাস হতে পারে না। বক্সার কোর এলাকা বাঘের বিচরণের আদর্শ স্থান হিসেবে গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়েছে বন দপ্তর। সেজন্য এখান থেকে বিভিন্ন বসতি ধীরে ধীরে সরানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। এবার সবুজ সংকেত মিলেছে জয়ন্তী গ্রামটি নিয়ে। এখানকার ৪২৭টি পরিবার অন্যত্র সরে যেতে সম্মতি দিয়েছে। এব্যাপারে প্রশাসনিক কাজও শুরু হয়েছে। জয়ন্তী গ্রাম সরে গেলে এখানকার পর্যটনশিল্পের কী হবে?

জয়ন্তীর অপার সৌন্দর্য দেখতে সারাবছর পর্যটকদের ভিড় লেগেই থাকে। এখানকার বাসিন্দাদের মূল জীবিকাই হল পর্যটনশিল্প। বক্সা টাইগার রিজার্ভের মূল পর্যটনকেন্দ্র হল জয়ন্তী। এখানে প্রায় ৪০টি হোমস্টে আছে। আলিপুরদুয়ার ডিস্ট্রিক্ট ট্যুরিজম অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক মানব বক্সী বলেন, 'বন দপ্তর এখন জয়ন্তী থেকে বাসিন্দাদের পুনর্বাসন দিতেই ব্যস্ত। কিন্তু পর্যটনের কী হবে, সেটা আমরাও বুঝতে পারছি না। তবে পর্যটন বন্ধ হলে ৪০টি পরিবারের কয়েকশো বাসিন্দা একেবারে পথে বসবেন।'

দুশ্চিন্তার কারণ

- জয়ন্তীর বাসিন্দাদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে
- তাতে সম্মত হয়েছে ৪২৭টি পরিবার
- প্রশ্ন উঠছে হোমস্টেগুলির ভবিষ্যৎ নিয়ে
- চায়ের দোকান, মুদির দোকানদারদেরই বা কী হবে

ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটির নির্দেশ মেনে ইতিমধ্যেই ভুটিয়া বস্তি ও গাঙ্গুটিয়া বস্তিকে পুনর্বাসন দিয়েছে বন দপ্তর। এবার পালা জয়ন্তীর। বন দপ্তরের দাবি, জয়ন্তীর প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষ পুনর্বাসন প্যাকেজে রাজি হয়েছেন। ইতিমধ্যেই তাঁরা স্বঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেছেন। এখন পুনর্বাসনের জন্য পরবর্তী পদক্ষেপ করছে বন দপ্তর।

জয়ন্তীর প্রবীণ বাসিন্দা তথা স্থানীয় একটি হোমস্টের মালিক জগদীশ ওরাওঁ বলেন, 'আমাদের এখানে কর্মসংস্থান বলতে হোমস্টে-ই। বন দপ্তর আমাদের পুনর্বাসন প্যাকেজের কথা বলেছে। কিন্তু আমার মতো আরও কয়েকজন রাজি হইনি। আমরা চাই কর্মসংস্থান নিয়ে সরকারি নির্দেশ।'

এদিকে স্থানীয়রা জানতে চাইছেন, জনবসতি সরে গেলে যাঁরা নানাধরনের কাজকর্ম করে উপার্জন করতেন, তাঁদের কী হবে? ওই হোমস্টেগুলি ছাড়াও এখানে রয়েছে একাধিক ভাতের হোটেল, মুদির দোকান, চায়ের দোকান ইত্যাদি। তাঁদের কী হবে? পুনর্বাসন পেলেও এইসব ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী কী করে সংসার চালাবেন? যাঁরা ট্যুরিস্ট গাইড হিসেবে কাজ করছেন, তাঁদেরই বা কী হবে?

জয়ন্তীর প্রবীণ ট্যুরিস্ট গাইড শেখর ভট্টাচার্য বলেন, 'প্রায় ৩০ বছর ধরে আমরা এখানে গাইড হিসেবে কাজ করছি। এটাই আমাদের জীবিকা। আমরা চাই পর্যটন বাঁচুক, আর আমাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করুক বন দপ্তর।'

যদিও আশ্বাস দিচ্ছেন বনকর্তারা। বন দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, 'পুনর্বাসনের পর রাজাভাতখাওয়া গেট থেকে সাফারি চালুর পরিকল্পনা আছে। সেখানে ওই গাইডরাও কাজে পেতে পারেন। তবে সবটাই এখনও পরিকল্পনা স্তরে আছে।'

এখনও আতঙ্কে কিনেই জলপান

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৮ জুন : সমস্যা মিটেছে, আতঙ্ক নয়।

মহানন্দার জল পানের যোগ্য নয় বলে শিলিগুড়ি পুরনিগম কিছুদিন আগে জানানোর পর তা নিয়ে কতটা হইচই হয়েছে তা গোটা রাজ্য তো বটেই, বাইরের অনেকেও জানেন। জল সংক্রান্ত সেই সমস্যা এখন আর নেই বলে কিছুদিন আগে মেয়র গৌতম দেব জানিয়ে দিয়েছেন। মানুষ কিন্তু তাতেও আশ্বস্ত হতে পারছেন না। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের (পিএইচই) সরবরাহ করা জলের মান নিয়ে অনেকের মধ্যেই প্রশ্ন রয়েছে। খরচ হলেও অনেকেই তাই এখনও পানীয় জল কিনে পান করছেন। এর কোনও প্রয়োজন নেই বলে পুরনিগম স্পষ্টভাবে জানিয়েছে।

শহরে যাঁরা পানীয় জল সরবরাহ করেন তাঁদের একজনের কথায়, 'গত ২৯ মে থেকে শহরে জারবন্দি পানীয় জলের চাহিদা অনেকটাই বেড়ে যায়। সেই চাহিদা এখনও রয়েই গিয়েছে। যাঁরা ২০ লিটারের জলের জার কিনছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই নিয়মিত এখনও চেয়ে অর্ডার দিচ্ছেন।' শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের বক্তব্য, 'পিএইচই'র সরবরাহ করা জল পানের জন্য পুরোপুরি নিরাপদ। এই জল নিয়ে অযথা আতঙ্কিত হওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই।'

পিএইচই'র সরবরাহ করা জলপান কয়েকদিন বন্ধ রাখতে পুরনিগম থেকে বলার পর গোষ্ঠ পাল মূর্তির কাছে একটি সংস্থার কাউন্টার থেকে পানীয় জল কেনার হিড়িক পড়ে। সংশ্লিষ্ট সংস্থার ম্যানেজার ভিনসেন্ট জুডি প্রসাদের কথায়, 'অনেকে এখনও এসে জার ভর্তি করে জল কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। সকালে ও সন্ধ্যায় বেশি ভিড় হচ্ছে।' গোষ্ঠ পাল মূর্তির কাছে কয়েকটি পোশাকের দোকানে এখনও জারবন্দি জল বিক্রি হচ্ছে। শনিবার শহরের কলেজপাড়া, সুভাষপল্লি, দেশবন্ধুপাড়া, বাবুপাড়া, এসএফ রোডের মতো এলাকায় ছোট মালবাহী গাড়িতে জারে জল সরবরাহ করার দৃশ্য দেখা গিয়েছে।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

একনজরে

প্রয়াত রামোজি রাও

কিংবদন্তি মিডিয়াকর্তা তথা এনাড়ু ও রামোজি ফিল্মসিটির প্রতিষ্ঠাতা রামোজি রাও প্রয়াত। শনিবার হায়দরাবাদের হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর।

বিস্তারিত তেরোর পাতায়

আজ পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপন আটের পাতায়

ICFAI UNIVERSITY
ICFAI Law School, Dehradun
ADMISSIONS OPEN-2024

BBA-LLB (Hons.) | BA-LLB (Hons.)
(Approved by Bar Council of India)
LLB | LLM | Ph.D
HIGHLIGHTS
- Forty plus highly qualified Faculty from all over the country with Doctoral Degree and UGC NET qualified.
- Conducted several National and International conferences and workshops.
- Doubly monitored Legal Internship Program
- Pre Placement Activity for better output including training from the expert and industry personals
- Placement in National and International Firms/ Companies / encouragement for Higher Studies
- Active Clubs for enhancing cultural and sports activities
- Active Moot Court and Legal Aid Cell for proper live training to students.
- Strong Alumni in Judiciary, Law Firms, Higher Education, etc
Contact: 9304745167
For details & eligibility, please visit: www.iudehradun.edu.in Toll-free: 1-800-120-8727
Campus: Rajawala Road, Central Hope Town, Selaqui, Dehradun.
ICFAI GROUP
11 Universities | 9 B-Schools | 9 Law Schools | 7 Tech Schools | 3 Decades in Flexible Learning

পাক-ভারত মহারণে রহস্য পিচ

নিউ ইয়র্কে প্র্যাকটিস সেশনে ফুরফুরে মেজাজে টিম ইন্ডিয়া। -পিটিআই

ICC MEN'S T20 WORLD CUP WEST INDIES & USA 2024

নিউ ইয়র্ক, ৮ জুন : কারও কাছে খেলা। কারও জন্য যুদ্ধ। আবার কারও জন্য জীবন বদলে দেওয়ার ম্যাচ।

দুনিয়ার যে প্রান্তে যখনই ভারত বনাম পাকিস্তানের ক্রিকেট ম্যাচ হয়েছে, বাড়তি আকর্ষণের কেন্দ্রে থেকেছে ব্যাট-বলের লড়াই।

নিউ ইয়র্কের নাসাউ কাউন্টি ক্রিকেট মাঠের ছবিটা সম্পূর্ণ আলাদা। এখানে ব্যাট-বলের যুদ্ধ ছাপিয়ে যাবতীয় আকর্ষণের মূলে পিচ! আগামীকাল ভারত-পাক মহারণে বাইশ গজ কেমন আচরণ করবে? শেষ কয়েকদিনের তুলনায় পিচের চরিত্র কি সামান্য হলেও বদলেছে? ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি কি তাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি রাখতে পারল? পিচে অসমান বাউন্স কি এখনও রয়েছে? কোনও ব্যাটার কি কাল চোট পেতে পারেন? নিউ ইয়র্কের বাইশ গজ নিয়ে প্রশ্ন ও জল্পনার শেষ নেই।

আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে নাসাউ কাউন্টি মাঠেই প্রথম ম্যাচ খেলেছিল টিম ইন্ডিয়া। অনায়াস জয়ের পাশে দলের বোলারদের দুর্দান্ত পারফরমেন্সের পরও অধিনায়ক রোহিত শর্মা ও ঋষভ পন্থকে ব্যাটিংয়ের সময় আঘাত পেতে হয়েছিল। সেই ধাক্কা সামলানোর আগেই গতকালের অনুশীলনে ভারত অধিনায়ক ফের চোট পেয়েছেন। কাঁধের বদলে এবার আঙুলে। অল্প সময়ের ব্যবধানে হিটম্যানের দুইবার চোট পাওয়ার ঘটনা ক্রিকেটমহলে হইচই ফেলে দিয়েছে। কাল রোহিত বাবর আজমের সঙ্গে টস করতে নামবেন কি না, তা নিয়েও রয়েছে বিস্তর জল্পনা। তার মাঝেই ভারতীয় দলের বোলিংয়ের স্তম্ভ জসপ্রীত বুমরাহর স্ত্রী সঞ্জনা সমাজমাধ্যমে তাঁর স্বামীকে ভারত-পাক মহারণে টস করতে দেখে ফেলেছেন, এমন পোস্ট করে রোহিত-অনিশ্চয়তা বাড়িয়ে দিয়েছেন।

এরপর কুড়ির পাতায়